উপসংহার

জীবন-মানুষ-পৃথিবী নিয়ে গল্পকার জীবন সরকারের উপলব্ধি, অনুভূতির নিপুণ রূপায়ণের সাক্ষি বহন করে চলেছে প্রবাহিত কাল ও তাঁর সাহিত্য। সময়ের বহমানতায় এ এক নতুন সুর, নতুন আনন্দ— নতুন পাওয়া। জীবনের সাথে মিতালী করে জীবনেরই আল ধরে হেঁটেছেন ভালোবাসার তাগিদে। জীবনের সঙ্গে কাদা মাখামাখিতেও পেয়েছেন আনন্দ, দিয়েছেন আনন্দ। তাই তো লিখতে পেরেছেন, আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের থেকে স্বাতন্ত্র্য হয়েছেন। হাঁটু জল থেকে ডুব জল, সেখান থেকে আরও অতল, গভীর, অজানা অন্ধকার-জীবনের নানান তল থেকে ডুব দিয়ে অর্জন করেছেন অভিজ্ঞতার মণি-মুক্তো। জীবন সরকার লেখক। একেবারেই কাগজ আর কলমকে নিয়ে বেঁচে থাকার লেখক। নাম এবং সৃষ্টি যে এমনভাবে মিলে যেতে পারে— মিশে যেতে পারে, জীবন সরকারের গল্প না পড়লে সে ধারণা করা যায় না। জীবনের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্ময়করভাবে তাঁর লেখায় একে অপরকে জড়িয়ে থাকে। জীবনের অতি গভীর সংকটেও কেমন করে বেঁচে থাকার গান গায় মানুষ, তা জীবন সরকারের গল্প পড়লে উপলব্ধি হয়। জীবনের বহুমুখী বন্ধন, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ সবকিছু মিলিয়ে যে ধারা— সে ধারায় অবগাহন করেছেন তিনি, হয়ে উঠেছেন লেখক, হয়ে উঠেছেন সাধক। জীবনের সঙ্গে এমন যোগাযোগ বাংলা সাহিত্যে সত্যিই খুব দুর্লভ। জীবনের সমবায় সমিতিতে নেমে জীবন সরকার যে জীবনরূপ সৃষ্টি করেন তা যেন জীবনেরই এক বিরাট প্রেক্ষাগৃহ। একেবারে ছেলেবেলায় পূর্ব বাংলার জল-মাটি-বাতাস ছেড়ে উত্তরবাংলার মাটিকে আপন করলেন তিনি। তারপর কলকাতা— জীবন সরকারের এই সুদীর্ঘ পদচারণার মধ্যে তাই বারবার উঁকি দেয় বাংলাদেশ, উঁকি দিয়ে যায় উত্তরবঙ্গ। বাংলাদেশের প্রকৃতি আর মানুষের স্মৃতি তাঁকে আলোড়িত করে, তাঁকে বিহ্বল করে। তাঁর গল্পে যেখানেই বাংলাদেশের কথা এসেছে— সেখানেই যেন মনে হয় এক স্নিগ্ধ অতীত তাঁকে ঘিরে ধরেছে। যেন তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে সেই ভূমিতে, তাঁকে ভরিয়ে তুলেছে চেনাজানা এক জগৎকে পুনরাবিষ্কারের আনন্দে। উত্তরবঙ্গের নদী-নালা, প্রকৃতি— তাঁর আত্মায়, আর মস্তিষ্কে নগর কলকাতার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বাংলার এবং বাংলার বাইরের বাঙালীদের জীবন চিত্র, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না-ব্যথা, নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের চিত্রকে ছোটগল্পের অক্ষরে এঁকে দিয়েছেন এক দরদী দৃষ্টিকোণ নিয়ে। সমকালীন সময়ে আরও অনেক ছোটগল্পকার গ্রামীণ পটভূমি, উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে একেবারে মাটির কাছাকাছি মানুষের জীবনভাণ্ডারের চিত্র তাঁদের লেখায় এনেছেন, তবে

এঁদের থেকে জীবন সরকার একেবারেই স্বতন্ত্র। আর এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে আছে জীবন সরকারের ব্যক্তিগত জীবন বা জীবন অভিজ্ঞতা।

মানুষ ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব নেই। সমাজকে বাদ দিয়ে মানব সৃষ্ট সাহিত্যও হয় না। তাই মানুষ— সমাজ ও সাহিত্য পরস্পর সম্পৃক্ত। সাহিত্য মানুষের মনের ভাবনার উপাদান অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। তাই কোন সাহিত্য পাঠ করলে আমরা সমসাময়িক সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। জীবন সরকারের স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটো গল্পগুলি এই সময়কার মানুষের জীবনচিত্র নিশ্চিতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন মানুষের মানসিক গঠন স্বতন্ত্র। মানুষের মন স্বরূপত জটিল। কোন মানুষ ধূর্ত, অসাধু, কুট প্রকৃতির আবার কোন মানুষ সৎ, সরল, আদর্শনিষ্ঠ হয়। শঠ, প্রতারক নীচমনা লোভি মানুষও আছে। মানব চরিত্র সম্পর্কে জীবন সরকারের প্রভূত জ্ঞান ছিল। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি পড়লে পাঠক এই শিক্ষা লাভ করে যে, মানুষ অবিমিশ্রি ভালো কিংবা মন্দ নয়— ভালো ও মন্দের জটিল মিশ্রণে মানব স্বভাব গঠিত। আর তাই মানুষকে সম্পূর্ণ বোঝা এত কঠিন। এই বিচিত্র রকমের মানুষের ভাবনাগুলিকে জীবন সরকার তাঁর গল্পের বিষয় করেছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু মানুষগুলোর জীবন, জীবিকা, মানসিক অবক্ষয় ও গ্লানি, জীবনযুদ্ধে অনিবার্য বেদনা, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবল সংগ্রাম— সেটা যেমন পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও আসাম, ত্রিপুরা দণ্ডকারণ্য, আন্দামান এই সব জায়গায় ছিন্নমূল মানুষের উপেক্ষিত যন্ত্রণার কান্না ভাষা পেয়েছে জীবন সরকারের ছোটগল্পে। নির্ভূম, নিরাশ্রয়, নিরাবলম্ব এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন থেকে কিভাবে নিশ্চয়তা ও সুস্থতার অন্তর্ধান ঘটল, মানবিক সম্পর্কগুলো বদলে গেল—; যে দেশের আস্তানা পেয়েছে তার মাটি কেমন, মানুষ কেমন, আকাশ কেমন— সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই মানুষগুলোর জীবনকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন জীবন সরকার। কোন অনিবার্য কারণের ফলে তাঁদের এই ভাগ্য বিড়ম্বনা, জন্মভূমি ত্যাগ করে যাযাবরের মত এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়ানো— স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে, সরকারী আশ্রয় শিবিরে, নির্জন দ্বীপে, গহন অরণ্যে এবং যদিওবা মাথা গোঁজাবার আশ্রয়টুকু মিলল, সেখানেও শুধুমাত্র বাঙালী হবার ‘পাপে’ প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হওয়া— সবশেষে বিরূপ পরিস্থিতির কাছে নীরব আত্মসমর্পণ অথবা প্রতিবাদের অঙ্গিকার— এ যেন ছিন্নমূল বাঙালীর ভাগ্য লিখন। জীবন সরকার— যিনি নিজেও দুর্ভাগাদের একজন, তাই গল্প লেখার সময় স্বভূমি ও স্বজন হারানো মানুষগুলির দুর্ভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের পাঁচালিকে সত্যিকারের কাহিনীর মতই রূপ দিতে

পেরেছেন কান্নার ভাষায়। তাঁর গল্পগুলি পড়লে পাঠক যে সত্যটি বুঝতে পারে তা হল— দেশভাগের বলি সেই রাশি রাশি উন্মূল জীবন তাড়িত, প্রতারিত মানবাত্মা, মাটির শিকল যাদের ছিঁড়ে গেছে, আন্তরিকভাবে যাদের আস্তনা মেলেনি, আর মিললেও স্থিতি আসেনি জীবনে এবং ভিন রাজ্যে ভূমিপুত্রদের ঈর্ষা ও চোখরাঙানি ইত্যাদির ক্যামেরাবন্দি ছবি। লেখকের বর্ণনা পাঠককে জীবন সম্পর্কে এমন এক প্রতীতি হাজির করে যে— মনুষ্যত্বের মৃত্যু, আত্মিক শূন্যতা এবং অস্তিত্বের সংকটে রুগ্ন এই মানুষগুলির হাহাকারের ইতিহাস। গল্প পড়তে পড়তে আমাদের মনে হতে থাকে ছিন্নমূল মানুষগুলির জীবন যেন বড় অদ্ভুত, তাদের কোনো উচ্চাশা থাকতে নেই, স্বপ্ন থাকতে নেই, যেন কারো চোখরাঙানি যুক্ত দয়ায় বেঁচে থাকাটাই এদের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

জীবন সরকার গ্রামজীবনের অসামান্য রূপকার। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে লেখা তাঁর গল্পগুলিতে গ্রামীণ মানুষের জীবনবোধ, জীবনচর্যা, তাদের সংস্কৃতি, পূজা-পার্বণ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার, বাসস্থান, লোকগান সবকিছুরই পরিচয় আছে। মাটির সঙ্গে জীবন সরকারের সম্পর্ক যে ছিন্ন হয়নি, বরং সারা শরীর জুড়ে তা আরও বেশি করে লেপ্টে ছিল তাঁর গ্রামজীবন বিষয়ক গল্পগুলি পড়লেই অনুভূত হয় এবং গল্পগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের মনও চলে যায় গ্রামীণ জীবনের অন্দরমহলে। নাগরিক জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মিক-দ্বন্দ্ব, তাদের জীবন ও জীবিকার হরেক ঘটনা, স্বার্থপরতা, ক্রূরতা-হিংসা-বিদ্বেষ, বেকারত্ব ইত্যাদির ভাবনায় ভরে উঠেছে গল্পের শরীর। তবে এই গল্পগুলিতে আছে আশ্চর্য এক সমাধান সূত্রও— জীবনকে কিভাবে নির্মল করা যায় এবং কিভাবে শুদ্ধতায় উপনীত হওয়া যায়।

প্রকৃতি যে তাঁকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকত, একথা তাঁর আত্মকথায় বারবার বলেছেন জীবন সরকার। প্রকৃতির অমোঘ টানেই বারবার তিনি পথে বেরিয়েছেন। প্রকৃতি রূপ সৌন্দর্যের রূপবিভায় বারবার 'পথিক কবি'র মতন রাঙিয়ে নিয়েছেন নিজেকে, তৃপ্ত করেছেন মনের আকুণ্ঠ রূপ তৃষ্ণার পিপাসাকে। বলতে গেলে প্রকৃতিই ছিল তাঁর অন্তর্লোকের আসল বাড়ি। প্রকৃতির কাছে এলেই তিনি বোধ করতেন তৃপ্তি। আর এই তৃপ্তির সুস্বাদু অভিজ্ঞতামালা ছড়িয়ে দিয়েছেন ছোটগল্পের পাতায়। 'কাছিম' গল্পের পিঙ্গলি, 'হুদুমা দেখা দেও' গল্পের টগরির মতো চরিত্র অঙ্কন করে প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে বেড়িয়েছেন বিপুলতা ও রহস্যের সন্ধান। তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক ছোটগল্পগুলিতে দৃষ্টির অন্তর্লীন মগ্নতা তীক্ষ্ণভাবে লক্ষণীয়। এই জন্যেই তিনি কথাশিল্পী হয়েও, হয়ে উঠেছেন কখনও কখনও কবি ও চিত্রকর। প্রকৃতির মগ্ন প্রেমিক হবার জন্যেই তাঁর গল্পগুলির ভিতরে প্রকৃতি চেতনার যে রসধারা নদী প্রবাহিত হয়েছে, তা রঙে-বর্ণে আমাদের কাছে এক

মোহমুগ্ধতার আবেশ ফুটিয়ে তোলে। আর সেই প্রকৃতি চেতনার রসধারার নদীতে স্নান করে পাঠকরা শুধু আপ্লুতই হয় না, মর্মের গভীর দেশে এক আনন্দঘন রহস্যানুভূতির তুরীয় আনন্দ অনুভব করে। জীবন সরকারের প্রকৃতি চেতনার বিশেষত্ব এখানেই। প্রকৃতিকে তিনি নিবিড় অন্তর গহনের আলোকে রঞ্জিত ও বর্ণিত করে তুলেছেন এবং তা তাঁর নিজের চোখে দেখা এপার বাংলা— ওপার বাংলার নিজস্ব উপলব্ধির রসসিঞ্চিত অনুভূতি। প্রকৃতির গন্ধ লেগে থাকা ছোটগল্পগুলিতে লেখক নিজেকে ভাষ্যকার হিসেবে উপস্থাপিত করে কবির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে প্রকৃতির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তা আনন্দরহস্যের ঘনীভূত বলয়ে এক জীবন রসের সঙ্গে জারিত হয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। এ কারণে তাঁর গল্পগুলিতে প্রকৃতি কেবল বিপুলা রহস্যময় নয়— বরং প্রিয় সহানুভূতির এক আধারও।

ছোটদের বিষয়ে গল্প লিখতে গিয়ে জীবন সরকার রূপকথা-লোককথা-রাজারানী-রাক্ষস-দৈত্য ইত্যাদির কথা বলার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন শিশু চরিত্র তৈরি, শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে কথা বলা। আজ যে শিশু, আগামী দিনে সে দেশের নাগরিক ইত্যাদি ইত্যাদি ধারণাগুলিকে ব্যক্ত করার মানসিকতা গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই জীবন সরকারের ছোটদের বিষয় নিয়ে লিখিত গল্পগুলোর স্বতন্ত্রতা। জীবন সরকারের ছোটদের নিয়ে লেখা গল্পগুলিতে তাই বারবার ওঠে আসে— শিশু সমস্যা, সেটা তার শৈশবের সঙ্গে আর শৈশবকাল পার করে সাবালকত্বে পৌঁছাবে কিনা, তার বেঁচে থাকার শর্তই বা কি, এর জন্য শৈশবকালে কি ধরনের বিনিয়োগ করতে হবে। বস্তুত, এখান থেকেই তাঁর গল্পের ভাষায় যে সমীকরণ তাৎপর্যময় হয়, তা শিশুর শৈশবকে পরিচালিত করতে কি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রয়োজন তা নিয়ে বিশেষ চিন্তা। আসলে শিশুরা তো বড়দের নিয়ে সংঘবদ্ধ। তাই ছোটদের নিয়ে লিখতে বসে ছোটদের গল্পে যখনই বড়দের প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে একজন শিশু মনস্তত্ত্ববিদের মতো জীবন সরকার এই ধারণা দিতে চেয়েছেন তাঁর গল্পে যে, পরিবারে বয়স্ক ও শিশু অভিভাবক ও সন্তান এদের সম্পর্কবিধি ঠিক কি হবে, কি হওয়া উচিত এসব নিয়েই নানাবিধ ধারণা। সন্তান সংক্রান্ত নতুন সম্পর্কে পিতামাতার ওপর নানাবিধ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। যেমন স্কুলে দিয়ে আসা, খাবার সম্পর্কে সচেতন করা, শিশুকে সুশিক্ষা দেওয়া, শিশুর শারীরিক রূপ, পরিচর্যা পরিছন্নতা ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবন সরকারের গল্পগুলি এখানেই আলাদা হয়ে গেছে আর পাঁচটা শিশু সাহিত্যিকদের থেকে। তাঁর গল্প পড়ে সম্যক ধারণা হয় পরিবার এখানে শুধুমাত্র সামাজিক মর্যাদার বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত এক সম্পর্কের তন্ত্র নয়, আত্মীয় সম্পর্কের তন্ত্রীও নয়— বরং এক নিবিড় স্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন পরিবেশ, যা শিশুকে সমাদৃত করে,

প্রতিপালন করে তার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যেখানেই শিশু ভালোবাসা পায় সেখানেই তার আনন্দ। জীবন সরকারের অনেক গল্পে এই জন্যই শিশুরা পাখির সঙ্গে মিত্রতা পাতিয়েছে, মাছের সঙ্গে পাতিয়েছে। বাস্তব জীবনে হয়তো এটা সম্ভব নয় কিন্তু এর মধ্যে গল্পকার দেখিয়েছেন সবাই ভালোবাসার মোড়কে বাধা, তাই সবাইকে আপন করে নিতে শিশুরা সিদ্ধহস্ত।

জীবন সরকারের ছোটদের গল্পগুলিতে শিশুর সাথে তাদের মা চরিত্রগুলিও দারুণভাবে ফুটে ওঠেছে। আসলে শিশুর সঙ্গে তার মায়ের যোগ সর্বাধিক। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ ক্রোড়ে'— জীবন সরকার এটা জানতেন, বুঝতেন। আর জানতেন বলেই ছোটদের গল্পে মা চরিত্ররা এত নির্মল। শিশুর প্রকৃত শিক্ষালাভের ভার তার মায়ের কাছে। প্রায় সকল সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন, একজন ভালো শিক্ষক উত্তম ছাত্র তৈরি করতে পারেন কিন্তু একজন ভালো মা তৈরি করতে পারেন একজন ভালো মানুষ। জীবন সরকারের ছোটদের গল্পে মা চরিত্ররা সত্যিই অসাধারণ। যাদের প্রেম-প্রীতি-উদার্য, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা পাঠককে অনেক কিছু শেখায়।

জীবন সরকারের শিশু চরিত্ররা প্রায় সকলেই সরলমনা। দু-একটা গল্পে উৎশৃঙ্খল দুষ্ট ছেলেমেয়ে থাকলেও বাকিদের মধ্যে সরলতা যেমন আছে তেমনি আছে নিয়মানুবর্তিতা এবং অপরজনকে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার গুণও। জীবন সরকার জানতেন শিশুকালই হল একজন মানুষের চরিত্রগঠনের সেরা সময়। শিশুকে উপযুক্ত রূপে মানুষ করার সঙ্গে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। সত্য ও সরল পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাধ্য শিশু তৈরি করতে হবে। নিয়মশৃঙ্খলা অনুসারে শিশু নিজের আচরণ পরিচালিত করতে শিখবে— এই ধারণাগুলি জীবন সরকারের ছোটগল্পগুলি পড়লে স্পষ্ট হয়।

জীবন সরকারের ছোটগল্পের এত জনপ্রিয়তার কারণ তাঁর অসামান্য ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা। আঞ্চলিক জীবন বর্ণনা করতে তিনি ঐ অঞ্চলের মানুষগুলোর মুখের ভাষা হুবহু বসিয়ে দিয়েছেন আবার প্রেম কিংবা প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁর ভাষা কাব্যময় এবং চিত্রময় হয়ে গেছে। গ্রামজীবন ও নাগরিক জীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর গল্পে এসে যায় বিভিন্ন বৃত্তিজীবি মানুষের হরেক ভাষা। দেশভাগজনিত কারণে ছিন্নমূল মানুষগুলির কান্নার ভাষায় তাঁর গল্পের পাতা ভিজে যায়। আবার শিশু-কিশোরদের নিয়ে গল্প লেখার সময় ভাষার জাদুকাঠিতে ভর করে তিনি যেন ছোট্টটি হয়ে যান। তাঁর ভাষা সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল এবং গতিশীল। জীবন সরকার ভাষাকে অযথা স্থূলকায় কিংবা মেদযুক্ত করেননি আবার কৃশকায়ও করেননি, উভয়ের যৌথমিলনে সতেজ, সুন্দর ও সাবলীল করেছেন। তাঁর ভাষা কাব্যময় এবং ছন্দযুক্ত। ছোট ছোট কাটা কাটা বাক্যের মধ্যেও আছে একটি

প্রবাহ— একটি গতি। অনেক সময় কাব্যময় ভাষা গদ্যের কঠিন কঠোর ভাব প্রকাশের পরিপন্থি হয়ে উঠে কিন্তু জীবন সরকারের ক্ষেত্রে এমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। তাঁর ভাষায় আছে সুনির্দিষ্ট বা উপযুক্ত শব্দচয়ন এবং তার সুশৃঙ্খল বিন্যাস। এরফলে জীবন সরকারের রচনার প্রকাশভঙ্গীমায় এসেছে লালিত্য আর মাধুর্য। তাঁর গল্পের প্রতিটি শব্দই প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য। সাধারণ শব্দকে অসাধারণ ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করেছেন জীবন সরকার। শব্দের অন্তর্নিহিত সমস্ত প্রাণশক্তিটুটু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। তাঁর ব্যবহৃত শব্দ, বাক্যের মধ্যে লক্ষ্যভেদী ক্ষমতা আছে। আর সেই লক্ষ্যের নাম সমাজ এবং পাঠক। ভাষা প্রয়োগের দক্ষতার ফলেই জীবন সরকারের চরিত্রগুলি আসলে যা— ঠিক তাই হয়ে উঠেছে। নির্মেদ, সাবলীল-গতিশীল গদ্য, নিস্পৃহ কথনভঙ্গি, চিত্রকল্প ও ব্যঞ্জনার সমাহারে জীবন সরকারের ছোটগল্পে এক ধরনের নির্মিতির স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। জীবন সরকারের ভাষাশৈলী উদ্দীপক ও আমন্ত্রণ মুখর। গল্পকারের ভাষায় আছে এক সুন্দর ছন্দ ও মুগ্ধগতি। তাঁর ব্যবহৃত ছোট ছোট, কাটা কাটা বাক্যগুলিও অর্ধচ্ছেদ-পূর্ণচ্ছেদ অতিক্রম করে এগিয়ে চলে নূপুর নিক্কনের মতো। সঙ্গীত সমাপ্ত হবার পরেও যেমন সঙ্গীত লহরী শ্রোতার মন'কে অভিভূত করে রাখে অনেক্ষণ, জীবন সরকারের ভাষাও এই গুণে সমৃদ্ধ।

জীবন সরকারের গল্পে একধারে পাঠযোগ্যতা, মননশীলতা, আকর্ষণ ক্ষমতা, বাগ-বৈদুর্য্য আবার বিশুদ্ধ সন্দর্ভ নির্মাণের গভীর সমন্বয় দেখা যায়। আর সেই সমন্বয়ের মূলে আছে যেমন দেশভাগ জনিত কান্নার হাহাকার এবং তদ্‌জনিত এমন এক ক্ষত যা থেকে রক্ত কেবল বয়েই যায়— বয়েই যায়। সে ক্ষত কোনোদিন শুকোতে চায় না। মন-মগজ-মেধার সবগুলি জানালায় গভীরভাবে প্রশ্নও তোলে এই চিরস্থায়ী ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রতিনিয়ত যে রক্ত পড়ছে, এটা কী কোনদিন বন্ধ হবে। শুধু কি তাই? এই দুর্ভাগ্য পিড়িত মানুষদের ভারতবর্ষে এসে বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে কি অবস্থা হল এবং হয়ে চলছে প্রতিনিয়ত— তাকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এমন নয় যে, দেশভাগ নিয়ে আর কেউ গল্প লেখেননি, কিন্তু অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে ফারাক এখানেই— জীবন সরকারের গল্পগুলো আমাদের মনের গ্রন্থীগুলোয় এমন টান দেয় যে, আমরা অন্য অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করি। এ এক নতুন সুর। নতুনভাবে রোমন্থন করে নতুন পাওয়া। সময়ের অগ্রগতিতে সভ্যতা যখন মেকি ভদ্রতার পাঁচিল তুলে এক অপরের থেকে দূরে থাকার কৌশল শেখাচ্ছে তখন জীবন সরকার হাতে দড়ি ও আঠা নিয়ে দূরত্ব ঘোচানোর দাগ দিয়ে সংযোগ-বর্ধন করতে চাইছেন ছোটোগল্পের মধ্য দিয়ে। হাত বাড়িয়ে আপন করেছেন বিচিত্র পেশা, বিত্ত, শ্রেণি, বর্ণ, ধর্মের মানুষকে। আর সেটা আস্তাবলে কাজ করা সেজানের স্বপ্নভঙ্গের

ইতিহাস হোক কিংবা মুলি বাঁশ নিয়ে খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে চালি নিয়ে যাওয়াই হোক অথবা পাহাড়ি অঞ্চলে ভেড়া চরাতে চরাতে প্রকৃতির মুগ্ধতা দেখাই হোক কিংবা আন্না নামের গুনিনের মন্ত্রসিদ্ধ জলের বিশ্বাসই হোক, ফকির বাবার নিদানে হুদুম দেবতার বৃষ্টি আনাই হোক। আসলে জীবন সরকার জীবনের সাথে মিতালী করে জীবনকে দেখেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতায়। জীবনের অতল গভীরে ডুব দিয়ে পেয়েছেন গভীর রহস্যের রত্নভাণ্ডারের। জীবন মন্থনে পেয়েছেন বাঁচার রসদ, বাঁচিয়ে রাখার রসদ। সঙ্গে লেখালেখির রসদও। নাগরিক ও গ্রামজীবন— দুটোকেই তিনি আত্মিকরণ করেছিলেন বেঁচে থাকার লড়াই করতে। আর সেটা করতে গিয়ে তিনি জীবনটাকেই ব্যবচ্ছেদ করেছেন বারবার। তাই স্বেচ্ছায় চলে যেতে পারেন বিপন্নতার আবহে। কেননা বিপন্নতার কষ্টিপাথরে ঝালিয়ে নিলেই জীবন হয়ে ওঠে নিখাদ সোনা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ও বাঙালীর জীবন-বৈভব তাঁকে দিয়েছে লেখার কাঁচামাল। সেই জীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন— কি পেয়েছি, আর কি পাইনি, তার হিসেব-নিকেশও। আসলে সব লেখকেরই জীবন বলতে কি বোঝায় তার একটা ধারণা থাকতে হয়। জীবন সরকারের নামের সঙ্গে এই বক্তব্যটা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যে লেখক নিজের কাছে নিজের জন্যই একটা পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে তুলতে পারেন না, তাঁর লেখায় জীবনবোধ ও রহস্য আসতেই পারে না। জীবন সরকার এখানেই সার্থকতা লাভ করেছেন। তিনি লেখার ভিতর দিয়ে তৈরী করতে পেরেছেন এক সমান্তরাল বাস্তব। এই বাস্তব থেকে তাঁর গল্পে আসে অনুভূতির আকাশ। এই আকাশ জীবন সরকারের গল্পকে দিয়েছে এমন এক দীপ্তি যা বাঙালীকে আলোকিত করতে পারে নতুন চিন্তা-চেতনায়।